দেশের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জন শক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র" রাখা হয়।

প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্তির পর একে সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে কিনা পরিক্ষা করার জন্য সরকার নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়নের জন একটি বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়। উক্ত মূল্যায়নে প্রকল্পটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জোরালো সুপারিশ রাখে এবং এ লক্ষ্যে এর কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণের স্বপক্ষে সুপারিশমালা প্রদান করে (সংলগ্নি-)।

এছাড়া স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের উপদেষ্টা কমিটি (কনকপ), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থা উৎপাদনশীলতা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-সম/সত্তব্য/টি-৩/স-৮৯/৮৮-১০৫ তারিখ:২০-০২-১৯৮৯ এর মাধ্যমে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্রকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন নামকরণ করে একে একটি দপ্তর হিসেবে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয় (সংলগ্নি-) এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-শিম/প্রশি ৩/নপ্রঅ/প্রশাসন ১/৮৯/৬৯ তারিখ : ২৩-৩-১৯৮৯ মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দপ্তরটিকে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হয় (সংলগ্নি-)।

Ministry of Labour and Manpower

External Evaluation of Bangladesh Productivity Centre

Final Report

Submitted in July 1988

BPMI
BANGLADESH PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
9/25 SIR SYED ROAD, MOHAMMADPUR, DHAKA.

10.4 **Summary of Recommendations:**

10.4.1 Total Productivity becomes unrealisable unless all the economic sectors be included in BPC activities. Phased expansion will permit on optimal balancing of resources, competence and sectoral jurisdiction.

10.4.2 The present manpower position is far too inadequate, both quantitatively and qualitatively, in respect of the work-load. BPC's manpower should be raised both in numerical terms as well as in stations of office. It would be pragmatic to recruit highly qualified professionals on basis to meet shortfalls.

10.4.3 It is absolutely necessary to draw up a perspective development plan for providing BPC with its own building, administrative and physical infrastructure and all the necessary modern training and publicity facilities.

10.4.4 BPC is currently limited to its Dhaka office only, and yet is expected to eventually cover all economic activities. It will be much too difficult to monitor and contact all the client establishments throughout Bangladesh. In order to discharge its mandate, BPC will have to organise branch/regional/divisional offices for a national coverage.

10.4.5 Compulsory data feedback has not at all been ensured due to the absence of any enforcement authority of BPC. " Productivity Act" is therefore vital for carrying out the responsibilities entrusted to BPC. Enhancement of the operational status of BPC similar to IMED, is also in need of examination.

10.4.6 Mills, Factories & Establishments are expecting to get the fruitful advice on total productivity consultancy from the BPC. And for this, BPC officials should be technically equipped through comprehensive training programmes at home and abroad.

10.4.7 Since the field of productivity is new in Bangladesh and is intrinsically complex involving non-linear modelling techniques, long term technical assistance from UNDP/ILO/APO can constitute a critical input for a rapid expansion of BPC's training/processing competence.

10.4.8 The activities of BPC can be made more effective through a formal linkage between the APO and BPC, for obtaining technical and institutional cooperation with the member-countries under the APO's exchange programme.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
প্রশিক্ষণ-৩

বিজ্ঞপ্তি

নং-শিম/প্রশিঃ৩/নপ্রপ্র/প্রশাসন-১/৮৯/৮৭ | তারিখঃ [illegible] বাং / ২৬/৩/৮৯ ইং

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনকে ১-৭-৮৮ ইং তারিখ হইতে সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হইল। ইহাতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ও ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রহিয়াছে।

স্বাক্ষর/-
(এ কে এম মোশাররফ হোসেন)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের জন্য)

নং-শিম/প্রশিঃ৩/নপ্রপ্র/প্রশাসন-১/৮৯/৮৭/১(৪) | তারিখঃ [illegible] বাং / ২৬/৩/৮৯ ইং

[illegible] প্রেরণ করা হইলঃ-

১। [illegible] মন্ত্রণালয়।
২। [illegible] বিভাগ, [illegible] মন্ত্রণালয়।
৩। [illegible], ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন, ঢাকা।
৪। [illegible] শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৬/৩/৮৯
([illegible])
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
সমন্বয় শাখা

নং- সম/সংব্য/টি-৩/স-৮১/৮৯-১০৫ তারিখঃ ২০-২-৮৯ইং
৮-১১-৯৫বাং

আদেশ

যেহেতু সরকার শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়াধীন "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি সেন্টার" কে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন" নাম করণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

এবং

যেহেতু "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন" নাম করনের পর এই দপ্তরটিকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হইতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিলেন ঃ

ক. "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি সেন্টার" "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন" নামে অভিহিত হইবে,

খ. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি সেন্টারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী ন্যাশনাল প্রোডাকটি-ভিটি অর্গানাইজেশনের অধীনে ন্যাস্ত হইবে, এবং

গ. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি সেন্টারের সকল দায়িত্ব এবং উহার অধীন সকল সরকারী সম্পত্তি উক্ত অর্গানাইজেশনের অধীন ন্যাস্ত হইবে,

ঘ. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন দপ্তরটি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়াধীন হইতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

২। এই আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষর/- কে,এম, রব্বানী
২০-২-৮৯
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

উপ-নিয়ন্ত্রক, বি,জি,প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের জন্য)।

নং- সম/সওব্য/টি-৩/স-৮১/৮৯-১০৫/১(৫০) তারিখঃ ২২-২-৮৯ইং
১০-১১-৯৫বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল।

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/ রাষ্ট্রপতির মূখ্য সচিব।
২। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৩। সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত),
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
(সকল)
৪। মহা হিসাব রক্ষক (সিভিল), বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (এপিডি), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৬। পরিচালক, জাতীয় উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র,
৪৩, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা।

(আব্দুল কুদ্দুস) 22/2/89
উপ-সচিব(সওব্য)
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।